স্বাস্থ্যখাতে এরকম ঝড় উঠবে তা কল্পনার অতীত ছিল: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতে এরকম একটা ঝড় উঠবে তা কল্পনার অতীত ছিল। আসলে ভাইরাসসহ সংক্রামক রোগের কোনো পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে গাইড লাইন অনুসরন করে আমরা স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিজস্ব কিছু চিন্তাভাবনা থেকে আমরা কতগুলো পদক্ষেপ সঙ্গে সঙ্গে নিতে থাকি।

তিনি বলেন, আমরা স্কুল, কলেজসহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিই। প্রত্যেকের যাতায়াত আমরা সীমিত করে দিই। আমরা বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর বন্ধ করে দিই। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন সব জায়গায় আমরা বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করি।

গতকাল শনিবার বিকাল ৫টায় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরু হওয়া সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে সারা বিশ্বে করোনা পরিস্থিতিতে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে অধিবেশন বসাচ্ছি। এটি একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। করোনাভাইরাসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ মহামারি মানুষকে বন্দী করে ফেলেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে করোনা আসার সম্ভান পেয়েই আমরা নানা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশে করোনা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদফতর ও আইইডিসিআর যথাযথ কাজ করছে। করোনা চিকিৎসা সরকারিভাবে করা হচ্ছে। দেশের সব জায়গায় এখন করোনা নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশে যেন খাদ্য ঘাটতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখছে সরকার। বর্তমানে ৫০ লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে। আরও ৫০ লাখ লোককে রেশন কার্ড দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে এক কোটি লোক খাদ্য সহায়তা পাবেন। আর এই এক কোটি লোকের পরিবারের সংখ্যা যদি পাঁচজন হয় তাহলে পাঁচ কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবেন।

মহামারী নভেল করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সারা দেশে অচলাবস্থার

সংসদ অধিবেশন সমাপনীর বিষয়টি সংসদকে অবহিত করেন।

সংসদের এক অধিবেশন শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে আবার সংসদ বসার বাধ্যবাধকতা সংবিধানে রয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধিবেশন শেষ হয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি। সেই হিসেবে ১৮ এপ্রিলের মধ্যে সংসদের অধিবেশন বসার বাধ্যবাধকতা ছিল।

অধিবেশন চলাকালে সংসদ ভবনে জনসমাগম এড়াতেও নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমকর্মীদের খবর সংগ্রহে সংসদে না যেতে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া অধিবেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়া অন্যদের উপস্থিত না হতে নির্দেশনা দেওয়া হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি এখনো পাননি মুক্তিযোদ্ধা সনদ

মোমিন চৌধুরী মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের উজ্জল নক্ষত্রের নাম। ১৯৭১ সালের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। মুজিবনগর দিবস সহ মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ৮০ পেরিয়েছেন।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাতকার-

মে.প্র: আপনি কেমন আছেন?
মোমিন চৌধুরী: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আতঙ্কে আছি। সেই সাথে আফসোস হচ্ছে করোনা পরিস্থিতে এবার মুজিবনগর দিবসে অনাড়াম্বের কারনে।

মে.প্র: সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১০/১১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মরহুম ছহি উদ্দিনের অনুমতি

নিয়ে ভবরপাড়া গ্রামে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। এদিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার পর মার্চ মাসে বর্ডারের অবস্থা সেরকম ভয়াভহ না থাকায় ইন্ডিয়া থেকে লোকজন আসতো। একই সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইন্ডিয়া থেকে কিছু ঔষধপত্র, গোলাবারুদ এগুলো কিছু মানুষ এসে আমাদের অফিসে দিয়ে যেত। পরে ওগুলো আমরা আমাদের অফিস থেকে মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম। এরপর ২৬ই মার্চ ইপিআর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। পতাকা তোলার পর ২৮ই মার্চ থেকে ইপিআরক্যাস্প এখান থেকে চলে যায় চুয়াডাঙ্গাতে। ক্যাম্প চলে যাওয়ার পর আনসার সদস্যরা এখানে থাকে । আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিই।

মে.প্র: ১৭ই এপ্রিলের আগের কিছু ঘটনা বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ১৫ এপ্রিল আনুমানিক বিকাল ৪টা। আমি আর আমার সহকারী সুশিল মল্লিক বৈদ্যনাথতলা রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সময় হঠাৎ ইন্ডিয়া থেকে দুইজন লোক এসে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কারা? তখন আমরা বললাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের লোক, ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সামগ্রী আসলে সেগুলো আমরা নিয়ে ক্যাম্পে পৌছায়ে দিই। পরে তিনারা আমাদের নাম জানতে চাইলে আমরা নাম বলে দিই। তারপর তারা বললেন, তোমাদের এখানে বৈদ্যনাথতলা কোথায় আছে।

তখন আমরা বলললাম বৈদ্যনাথতলা তো এইটা। তখন তারা বৈদ্যনাথতলার বাগান দেখতে চাইলে আমরা তাদের বাগান দেখাইয়ে দিলাম। এমন সময় তাদের ভিতর থেকে শুশিল কুমার নামের একজন লোক পরিচয় করায় দিলো ক্যাপ্টেন মুনসুর নামের সেনা সদস্যের সাথে। তারপর তারা আমাদেরকে বললো এখানে একটা ছোট সভা হবে। আপনারা জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে কিছু দেবদারু গাছের পাতার একটা গেট ও কিছু চৌকি দিয়ে একটি স্টেজ তৈরি করে দিয়েন। তারপর তারা আমাদের এখানে ইপিআর ক্যাম্পে থাকলো। আমরা তাদের কথামত ১৬ এপ্রিল একটা গেট ও স্টেজ তৈরি করে ফেললাম। গেটের একপাশে লিখে দিলাম ওয়েলকাম ও আরেকপাশে লিখে দিলাম স্বাগতম।

মে.প্র: আপনার দেখা প্রথম ১৭ই এপ্রিল সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: মুজিবনগরে ইপিআর নামের একটি ক্যাম্প ছিলো। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর সেই ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা থাকতো। তাদের সাথে আমরাও থাকতাম। ইন্ডিয়ায় থেকে যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আমরা মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম।
সে দিন ছিল ১৭ই এপ্রিল ভোর রাত। আমরা সকলে একসাথে বসে আছি। হঠাৎ

দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, মুস্তাক আহম্মেদ, ইউসুফ আলী, কর্নেল এম এ জি উসমানীসহ কয়েকজন মানুষ মুজিবনগরে আসেন।

এদিকে ১৭ ই এপ্রিল সভা করার জন্য সকল ব্যাবস্থা সম্পন্ন। সবাই তখন মঞ্চে উপস্থিত হল। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। এছাড়াও ক্যাপ্টেন এম মুনসুর আলীকে অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ এইচ কামরুজ্জামান কে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার মীর জাফর নামে পরিচিত খন্দকার মুস্তাককে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব।

হাজার হাজার উপস্থিত জনগনের সামনে ইউসুফ আলী প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান। সভা শেষ করার পর যখন তারা চলে যাবে এমন সময় আমাদের কয়েকজন আনসার সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করে তাদের বিদায় দেয়।

মে.প্র: তৎকালিন সময়ে মেহেরপুরের আর কোন কোন নেতাকর্মী সেখানে ছিল? আপনার জানা আছে কি না?
মোমিন চৌধুরী: মেহেরপুরে বর্তমানে যারা রাজনিতি করছে তাদের ভিতর ঐ সময় কেউই উপস্থিত ছিলো না।

মে.প্র: নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোমিন চৌধুরী: নিজের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। স্বাধিনতার এতো বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমার নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য দরখাস্ত করেছি। শুনেছি নাকি যাচাই- বাছাই পর্যায়ে আছে। জানিনা কি করলে নাম উঠবে। হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

তবে আমার নিজের কাছে এই ভেবে ভালো লাগে দেশের স্বাধিনতার জন্য একটু হলেও আমি মোমিন চৌধুরী কাজ করেছি। এটাই আমার কাছে বড় পাওনা। ৮২ বছর পার করে ফেলেছি,হয়তো আর কিছু সময়..। ২ ছেলে ৩ মেয়েকে নিয়েই ভালোই যাচ্ছে সময়।

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নি¤œ আয়ের মানুষের মাঝে ২য় পর্যায়ে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসুচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারন মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন।
সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া, শসা ও বাধাকপি। কয়েক শত মানুষ এসব সবজি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা দ্বিতীয় বারের মতো বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি।

মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা উল্লেখ করে লালন আরও বলেন, কর্মহীন হয়ে পড়া এসব দিনমজুর অসহায় মানুষদের মাঝে চাল ডাল তেল সামগ্রী বিতরণ করলেও আমরা কুষ্টিয়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ফ্রী সবজী দেওয়ার।

এরআগে গেলো সোমবার শহরের বিভিন্ন স্পটে ৮০ মন সবজি বিতরণ করা হয়। এতে করে খেটে খাওয়া মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসছে। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এর আগে ইবি ছাত্রলীগের নেতা লালন ও আরাফাতের নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধোয়ার সাবান

সচেতনতা মূলোক প্রচার পত্র এবং বিভিন্ন দোকানিদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জে দ্রুত করোনার পিসিআর ল্যাব স্থাপনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নারায়ণগঞ্জে এতো বেশি করোনাভাইরাসের রোগী সংক্রমিত হওয়ার পরও সেখানে করোনা টেস্টের মাধ্যমে শনাক্তের জন্য এখনো কোন ল্যাব কিংবা রিসার্চ সেন্টার নেই জেনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে পিসিআর ল্যাব স্থাপনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে নারায়ণগঞ্জে করোনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জেনে তিনি এসব নির্দেশনবলী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের জানান। নারায়ণগঞ্জের সার্বিক করোনার চিত্র ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশদভাবে তুলে ধরেন নারায়ণগঞ্জ খানপুর হাসপাতালের আবাসিক ডাক্তার (আরএমও) সামসুদ্দোহা সঞ্চয়।

প্রধানমন্ত্রীকে তিনি জানান, খানপুর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কসহ ১৬ জন মেডিকেল কর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। করোনার চিকিৎসারত ডাক্তারদের এন-৯৫ মাস্ক নেই। তারা ঝুঁকি নিয়েই করোনা রোগীদের চিকিৎসা করে যাচ্ছেন। তাই আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। এছাড়া করোনা জন্য বিশেষায়িত খানপুর হাসপাতালে করোনার পরীক্ষার জন্য কোন পিসিআর ল্যাব এখনো নেই। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।
বিস্তারিত শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন,

এতদিন তাহলে নারায়ণগঞ্জ পুরোপুরিভাবে ঢাকার ওপরই নির্ভর করে আসছে!

সাথে সাথেই নারায়ণগঞ্জে করোনার এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কেন এসব করা হয়নি তা জানতে প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কথা বলেন। সেখানকার কর্মকর্তাদের অবিলম্বে নারায়ণগঞ্জে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

ঘরে তারাবিহ পড়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী

রমজানে ঘরে তারাবিহ পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আল্লাহ যে কোন স্থান থেকে ইবাদত করলেই কবুল করেন। আপনারা জানেন করোনাভাইরাসের কারণে মক্কায় মসজিদে নামাজ বন্ধ হয়েছে। কাজেই ঘরে বসেই নামাজ আদায় করুন।

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা বিভাগের কয়েকটি জেলার সাথে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন রমজানে পণ্য সরবরাহ যেন সচল থাকে সেজন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নিম্নবিত্তদের জন্য ১০ টাকার চাল দিব। ৫০ লাখ রেশন কার্ড আছে, আরো ৫০ লাখ রেশন কার্ড দেব।

দেশের এই কান্তিকালে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

টিসিবির পণ্য সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয়ের নির্দেশ, অনিয়ম করলে ব্যবস্থা

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি জানিয়েছেন, পবিত্র রমজান উপলক্ষে টিসিবির ন্যায্য মূল্যের তেল, চিনি, ছোলা, মসুর ডাল ও পেঁয়াজ সারা দেশে ৪০০টি স্থানে বিক্রয় করা হচ্ছে। প্রায় তিন হাজার ডিলারের মাধ্যমে এ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

টিসিবির এসব পণ্য বিক্রয় ও তদারকির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং ক্রেতা সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

ঢাকা শহরের ৯০টি স্থানে, চট্টগ্রামে ৩০টি স্থানসহ দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত ডিলারদের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় জোরদার করা হয়েছে বলে জানান টিপু মুনশি।

বুধবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রী এসব কথা জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, টিসিবির পণ্য দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় টিসিবির ট্রাক সেল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৮টি ভ্রাম্যমাণ মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব পণ্য দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

টিসিবিরর পণ্য বিক্রয় নিয়ে কোনো অনিয়ম করা হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, টিসিবির ন্যায্য মূল্যের পণ্য বিক্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এরপরও এ ধরনের অনিয়মের সঙ্গে কেউ জড়িত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য টিসিবিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এদিকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ৭ এপ্রিল এ বিষয়ে টিসিবি থেকে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর, র্যাব ও পুলিশ প্রশাসনকে সংঘটিত অনিয়মের যে কোনো অভিযোগ সুপারিশসহ টিসিবির প্রধান কার্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া দেশের প্রচার মাধ্যমে কোনো অনিয়ম প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট ডিলার ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। সুত্র-যুগান্তর

ত্রাণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর বার্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ত্রাণ বিতরণে কোনো ধরনের অনিয়ম সহ্য করা হবে না। ত্রাণের অপব্যবহার এটা আমরা বরদাস্ত করব না। এই অপকর্ম করলে তাদের বিরুদ্ধে দলমত বিবেচনা না করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সেটা আমার দলেরই হোক বা অন্য দলেরই হোক, আমরা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় বুধবার দুপুরে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান গ্রহণকালে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘ত্রাণ দেওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা হলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি। যেই এর সঙ্গে জড়িত সে যে দলেরই হোক, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি, ব্যবস্থা নেবো। কারণ গরিব মানুষের জন্য আমরা যে সহায়তা দেবো কেউ এর অপব্যবহার করবে, এটা আমরা বরদাস্ত করব না। সেটা আমার দলেরই হোক বা অন্য দলেরই হোক, কেউ ছাড় পাবে না। কয়েকটা জায়গায় এ সমস্যা পেয়েছি, তা খুব বেশি না। আমরা যদি তুলনা করি আমাদের প্রায় ৬৮ হাজারের মতো নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। চার হাজারের ওপরে ইউনিয়ন, এরপর উপজেলা রয়েছে। সব হিসাব করে দেখা গেলো যে হয়তো ৫/৭ জায়গায় সমস্যা দেখা দিয়েছে।’

এত কথা না বলে মানুষের পাশে দাঁড়ান

মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে একটি শ্রেণি শুধু সরকারের সমালোচনা করে যাচ্ছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকে অনেক কথা বলে বেড়াচ্ছেন, অনেক দল-মত, সুশীল সমাজ বা অনেকেই। তারা কিন্তু মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না। সমালোচনা করতেই ব্যস্ত।

শেখ হাসিনা বলেন, ৬৮ হাজার জায়গায় আমরা ঠিক মতো দিয়ে যাচ্ছি, সেখানে ৫-৭ জায়গায় একটু সমস্যা হয়েছে, আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাও নিয়েছি। সেটা নিয়ে তারা চিৎকার করে যাচ্ছেন। তারা কিন্তু একটা মানুষকে একটি পয়সাও সাহায্য করছে না। মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না।

‘শুধু তাদের কথাটা বিক্রি করেই যাচ্ছে। এ ধরনের লোক থাকবেই, সব সমাজেই থাকে। তারা কথা বেচেই যাবে এটাই তাদের প্রফেশন। এটাই তারা করে যাচ্ছে।’

‘এত কথা না বলে কয়েকটা মানুষকে সাহায্য করেন। এই দুঃখের সময়ে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। মানুষকে নিজে কতটুকু দিলেন সে হিসাবটা করুন।’

সূত্র-যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ! তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গা সদর গড়াইটুপি ইউনিয়নের চালের ডিলার হায়দার মল্লিকের বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিলার হায়দার মল্লিক ধীর্ঘদিন থেকে এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

অভিযোগের ভিত্তিত্বে উপজেলা প্রশাসরে পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের ১০ কেজি দরের চাল বিক্রির ডিলারশীপ পায় আ.লীগ নেতা হায়দার মল্লিক। তিনি গত ৯ এপ্রিল ৬০৩ জন কার্ড ধারীর বিপরীতে ৬০৩ বস্তা চাল তুলে আনেন সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে। গত রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই চাল তিনি গড়াইটুপি বাজারের গোডাউন থেকে কার্ডধারীদের মধ্যে বিক্রি শুরু করেন।

ইউনিয়নের খাসপাড়া ও গবরগাড়া গ্রামের কয়েকজন কার্ডধারী তারা তাদের চাল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় তারা তাদের চাল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে মাপযোগ করেন। মাপযোগ কালে দেখতে পান বস্তাপতি (৩০ কেজি) ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম রয়েছে।

বিষয়টি উপস্থিত থাকা ইউপি সদস্য জাকির হোসেনকে বলেন। জাকির হোসেন তাৎক্ষনিক ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেনকে অবগত করেন। চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছান এবং বস্তা পুনরায় মাপযোগ করে তার সত্যতা পায়। চেয়ারম্যান বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

খবর পেয়ে কিছু খনের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান। এসময় উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। তিনিও বস্তায় চাল কম থাকার বিষয়টি ডিলারের নিকট জানতে চান।

এসময় ডিলার হায়দার মল্লিক জানান, সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে যে ভাবে দিয়েছে তিনি সে ভাবেই নিয়ে এসে কার্ডধারীদেকে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ডিলার, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এসিল্যাণ্ড সকলেই সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামে যান এবং সেখানকার বস্তার চাল ওজন করেন। গুদামের বস্তার চাল মপযোগ সঠিক পান। তখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে ডিলার হায়দার মল্লিক প্রথম থেকেই এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি।

ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, কার্ডধারীরা আমার কাছে বললে আমি চাল মাপতে বলি এবং প্রায় বস্তায় ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম পাওয়া যায়। এভাবে ৬০৩ বস্তা চাল মাপযোগ করলে তো অনেক চাল কম হবে। পরে ৬০টি বস্তার চাল মাপযোগ করা হয়। সেখানেও ৫০ থেকে ৫২টি বস্তায় একই ভাবে চাল কম পাওয়া যায়। হুক মেরে পড়ে গেলে একআধটা বস্তার চাল কম হতে পারে তাইবলে এত বস্তার চাল কম মেনে নেওয়া যায়

না।

এ ব্যাপারে ডিলার হায়দার মল্লিক বলেন, আমাকে যে ভাবে গুদাম থেকে দিয়েছে আমি সেই ভাবেই কার্ডধারীকে দিয়েছি। আমি কোন চাল চুরি করিনি।

সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোল্লা আহম্মেদ জামান বলেন, কোন ডিলার যখন চাউল নেয় তখন সে তার মত করে বুঝ করে নিয়ে যায়। গোডাউন থেকে বাহিরে গেলে সেখানে কিছু ঘটলে এর দায়ভার আমাদের ওপর বর্তায় না। তার পরও ডিলারকে যে লট থেকে চাল দেয়া হয়েছে সে লটের চাল এখানে মেপে সঠিক পেয়েছে তদন্তে আসা অফিসার।

ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেন বলেন, এক আধশো গ্রাম কম হলে সেটি নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না। যারা চাল কম পেয়েছে তারা সকলেই লিখিত ভাবে তদন্তে আসা অফিসারের নিকট দিয়েছে।

প্রথমিক তদন্তকারি অফিসার এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান বলেন, সরেজমিনে এসেছি যা পেলাম তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবো। সিদ্ধান্ত কি হবে সেটা উপর মহল দেখবেন।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন, যেহেতু এটি হতদরিদ্র মানুষের চাল প্রথমেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গরিব মানুষগুলো যাতে তাদের চালটি এখনই পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডিলারকে ৩০ কেজি করে বুঝ করে বিতরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সেই সাথে সদর উপজেলা পানিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রধান করে যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা ও ফ্যামিলিপ্লানিং কর্মকর্তার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

[redacted]

[redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [